পুণ্যময়ী

মাহিন মাহমুদ

মাকতাবাতুল হাসান

পুণ্যময়ী

প্রথম প্রকাশ : সেপ্টেম্বর ২০১৯খ্রি.

দ্বিতীয় প্রকাশ : একুশে বইমেলা ২০২০ খ্রি.

গ্রন্থস্বত্ব : প্রকাশক কর্তৃক সংরক্ষিত

প্রকাশনায়

মাকতাবাতুল হাসান

প্রধান বিক্রয় কেন্দ্র : মাদানীনগর মাদ্রাসা রোড, চিটাগাং রোড, নারায়ণগঞ্জ

✆ ০১৬৭৫৩৯৯১১৯

বাংলাবাজার শাখা : ৩৭, নর্থ ব্রুক হল রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা

✆ ০১৭৮৭০০৭০৩০

মুদ্রণ : শাহরিয়ার প্রিন্টার্স, ৪/১ পাটুয়াটুলি লেন, ঢাকা থেকে মুদ্রিত

একুশে বইমেলা পরিবেশক : বাংলার প্রকাশন

অনলাইন পরিবেশক : rokomari.com - wafilife.com - niyamahshop.com

প্রচ্ছদ : আবুল ফাতাহ মুন্না

পৃষ্ঠাসজ্জা : মুহিব্বুল্লাহ মামুন

ISBN : 978-984-8012-35-2

মুদ্রিত মূল্য : ৩৩০ টাকা মাত্র

Punnomoyi

By Mahin Mahmud

Published by : Maktabatul Hasan, Bangladesh

E-mail : rakib1203@gmail.com Facebook/maktabatulhasan

www.maktabatulhasana.com

অর্পণ

নাজনিন আক্তার হ্যাপি। যিনি আল্লাহর ভয়ে ফিরে এসে—হ্যাপি থেকে 'আমাতুল্লাহ' হয়েছিলেন। আল্লাহ্ তাঁকে দ্বীনের উপর অটল রাখুন!

উৎসর্গ কি একসঙ্গে অনেককে করা যায়? যায় হয়তো। আমার ছোটবোনদের এবং আমার একজন প্রিয়জনকে। যাদের নাম অত্যন্ত সূক্ষ্মভাবে এই বইয়ের বিভিন্ন চরিত্রে উল্লেখ করেছি!

আরও একজন সম্মানিত মানুষ আছেন। মোল্লাকান্দি লালমিয়া পাইলট উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মনোয়ার হোসেন মাস্টার। শ্রদ্ধেয় দাদাজান। আল্লাহ্ উনাকে ওপারে ভালো রাখুন!

ভূমিকা

আগের বইগুলোর ভূমিকা-শেষে আমার ই-মেইল আইডি দিয়ে দিয়েছিলাম। যেন বই পড়ার পর পাঠক/পাঠিকারা বইয়ের ভালো এবং মন্দলাগা নিয়ে আমাকে লিখতে পারেন। পরামর্শ দিয়ে আনন্দিত করতে পারেন। হতাশ হলাম। কেউ মেইল পাঠাননি। কারণও আছে। আসলে, সময়টা এখন ফেসবুক-মেসেঞ্জারের। ই-মেইলে তাই তাঁরা সময় নষ্ট করতে চাননি। হঠাৎ একদিন। একটা প্রয়োজনে মেইলে ঢুকলাম। দেখি, ভার্সিটিপড়ুয়া এক বোন ম্যাসেজ পাঠিয়েছেন—

'...আপনার বইগুলোতে শুধু ছেলেদের দ্বীনদারির কথাই থাকে। দ্বীনদার ছেলেটি সবার মাঝে আলো ছড়িয়ে দেয়, তার কথায় অনেকের জীবন পরিবর্তন হয়। কিন্তু মেয়েদের কথা তো কখনো লিখেন না!

মেয়েদের কি এমন কোনো গুণ নেই?

কোনো মেয়ে কি এমন নেই, নিজেও সত্যের পথে চলে, অন্যকেও সে পথে আহ্বান করে?

আছে নিশ্চয়ই! অনুগ্রহ করে তাঁদের কথাও লিখবেন।'

মেইলটা পড়ার পর কিছুক্ষণ চুপচাপ ছিলাম। ভাবছিলাম। কথা তো সত্যি। আমাদের সমাজে 'আলোর যাত্রী' এমন বোনেদের সংখ্যা অসংখ্য! তাঁদের কথা না লিখলে অন্যায় হবে। সেই ভাবনা থেকেই 'পুণ্যময়ী'র সূচনা।

১

রিকশা থেকে নেমে অসহায় দৃষ্টিতে ব্যাগের ভেতরে তাকাল জারা। ব্যাগে ভাংতি টাকার নামগন্ধও নেই। পাঁচশ টাকার দু'টা নোট হাত-পা ছড়িয়ে শুয়ে আছে।

জারা এখানে জরুরি একটা কাজে এসেছে। হাতে সময় ছিল না। তাই তাড়াহুড়ো করে রিকশায় উঠতে গিয়ে টাকা ভাঙাতে ভুলে গেছে। এখন উপায়? পাঁচশ টাকার নোট রিকশাওয়ালার দিকে বাড়িয়ে দিতে ইতস্তত লাগছে।

বিশ টাকার ভাড়ার জন্য পাঁচশ টাকার নোট দিতে দেখলে রিকশাওয়ালা নির্ঘাত ক্ষেপে যাবে। কোনো মায়া-দয়া দেখাবে না। সোজা বলে ফেলবে,

'আল্লায় কি আপনেরে আক্কল-বুদ্ধি দেয় নাই? ভাংতি না লইয়া রিকশাত উঠলেন কোন আক্কলে?'

জারা আঁতিপাতি করে ভাংতি খুঁজতে লাগল। দুই তিনটা খুচরা পয়সা ব্যাগের তলায় গড়াগড়ি খাচ্ছে। আর আছে ভার্সিটির কিছু কাগজপত্র, একটা পকেটটিস্যুর প্যাকেট, কিছু বই, রাস্তাঘাটের টোকাই বাচ্চাদের জন্য বেশ কিছু চকলেট, ফোল্ডিং করে রাখা একটা হাতপাখা, আর কিছু মেয়েলি জিনিসপত্র।

পাঁচশ টাকার নোটদু'টা দিয়েছিলেন মৃন্ময়ীর মা। মৃন্ময়ী জারার ছাত্রী। ক্লাস এইটে পড়ে। মৃন্ময়ীর মা মিলতি খানম কিছুটা ব্যয়কুণ্ঠ স্বভাবের। ঠিকমতো বেতন দিতে চান না। বিশাল বাড়ির ভাড়া বাবদ প্রতি মাসে অঢেল টাকা আসে। ভদ্রমহিলা সহজে টাকা-পয়সা খরচ করতে চান না।

এদিকে জারার একহাজার টাকার বিশেষ প্রয়োজন হয়ে পড়ল। মাসের মাঝখানে এসে বেতন চাইলে ভদ্রমহিলা বলে বসতে পারেন—

'এই মাসে এম্নিতেই আমার অনেক টাকা খরচ হয়ে গেছে। আগামী মাসের পনেরো তারিখের আগে কোনো টাকা-পয়সা দিতে পারব না।'

জারা সিলভি খানমকে মুখফুটে কিছু বলতে চাইল না। বাসা থেকে টিউশনির উদ্দেশ্যে বের হওয়ার আগে জায়নামাজে দাঁড়িয়ে গেল। কখনো কোনো কিছুর প্রয়োজন হলে এটাই করে জারা। জায়নামাজে দাঁড়িয়ে যায়। নামাজ শেষ হলে দু'হাত তুলে বলে—'হে আল্লাহ, আমার অমুক প্রয়োজন পূর্ণ করে দিন!' যেভাবেই হোক, প্রয়োজন পূর্ণ হয়ে যায়।

আজও হলো। পড়ানো শেষে জারাকে নাশতা দেওয়া হলো। নাশতা নিয়ে এলো কাজের মেয়ে মিনু। চা আর টোস্ট বিস্কিট।

জারা চায়ের কাপে তৃতীয় চুমুকটা দিতে যাবে, তখনই মৃন্ময়ীর মা ঘরে ঢুকলেন। তিনি কী একটা মহিলা সমিতির সভানেত্রী। তাঁর হাতে সংগঠনের জরুরি ফাইলপত্র। সিলভি খানম হাইহিলের জুতো পরে খটখট শব্দ করে বাসা থেকে বের হতে হতে ব্যস্তসমস্ত গলায় বললেন—

'তোমার কি টাকা-পয়সা লাগবে কিছু? এই নাও, এখানে একহাজার টাকা আছে। আরও লাগলে বলবে। লজ্জা করবে না। টাকা-পয়সা হলো অতি জরুরি জিনিস। টাকা-পয়সা ছাড়া জীবন হলো ঘাসপাতার জীবন; বুঝলে মেয়ে? নাও, নাও!'

জারা মনে মনে অবাক হলো। গুণে গুণে ঠিক একহাজার টাকাই কেন দেবেন, মহিলা! নিশ্চয়ই এটা উপর থেকে ফায়সালা। আল্লাহকে বললে এরচেয়ে বেশি টাকার ব্যবস্থাও হয়ে যেত। জারার চাহিদা সীমিত। এ জগতে জারার খুব বেশি কিছু চাওয়ার নেই।

২

জারার ভাবনাই ঠিক। পাঁচশ টাকার নোট হাতে দিতেই বুড়ো রিকশাওয়ালা আকাশ থেকে পড়ল, 'এইডা কী দিলেন?'

জারা লজ্জিত গলায় বলল, 'দুঃখিত চাচা! আমার কাছে ভাংতি টাকা নেই। তাড়াহুড়োয় বলতেও ভুলে গেছি। আমি খুবই দুঃখিত!'

রিকশাওয়ালা ক্ষেপে গিয়ে বলল, 'ভাংতি নাই মানি? এইডা কোনো কতা হইল? ভাংতি না লইয়া রিকশায় উঠছেন ক্যান?'

'বললাম তো, বলতে ভুলে গেছি! একটু দেখেন না আশেপাশে পান কিনা।'

'আমি ভাংতি আমনু কইথেকা? আসমান থেইক্কা? ভাংতি দ্যান।'

আশেপাশে এরই মধ্যে ভিড় জমে গেছে। বাঙালি জাতি বড়ই অদ্ভুত! রিকশাওয়ালার সঙ্গে একজন মেয়েমানুষ ভাড়া নিয়ে ঝামেলা করছে, তাদের কাছে এরচেয়ে মজার দৃশ্য আর নেই। মজার এই দৃশ্যটা তাড়িয়ে তাড়িয়ে উপভোগ করছে। এতগুলো মানুষের মধ্যে কেউ একজন ভাংতি দিয়ে সহযোগিতা করলেই কিন্তু ঝামেলা মিটে যায়। কেউ সেটা করতে চাচ্ছে না। ঝামেলা লেগে থাকুক, দৃশ্যটা আরও উপভোগ্য হোক এ-ই যেন তাদের চাওয়া।

জারা ভীষণ অপ্রস্তুত হয়ে গেল। অসহায় লাগল নিজেকে। এমন পরিস্থিতিতে সে আর কখনো পড়েনি। রিকশাওয়ালা ঝাঁঝালো গলায় বলল,

'কিতা অইল, ভাড়া দ্যান না ক্যারে? আম্রেরে লইয়া বয়া থাকলে অইবনি? আমার কি আর কোনো কাম কাইজ নাই?'

জারা পাঁচশ টাকার নোট হাতে হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। তার চোখে পানি এসে যাচ্ছে। নিজেকে অপমানিত মনে হচ্ছে। সে হতভম্ব দৃষ্টিতে ভিড়ের দিকে তাকিয়ে কাঁপা কাঁপা গলায় বলল, 'আপনাদের কারও কাছেই কি ভাংতি নেই?'

৩

পুরো ভিড় চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে। দৃশ্য জমে গেছে। জমজমাট দৃশ্যের এ পর্যায়ে ভাবলেশহীন থাকতে হয়; ভাংতি দিয়ে সহযোগিতা করতে হয় না। জারা মনে মনে তিনবার পাঠ করল—'ইয়া হাফিজু'।

'কী হয়েছে? এখানে এত ভিড় কেন, দেখি দেখি!'

জারা ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাল। ভিড় ঠেলে ঢুকে পড়া, পাঞ্জাবিওয়ালা এ ভদ্রলোককে জারা কিছুক্ষণ আগেও দেখেছে। এক অন্ধ বৃদ্ধ রাস্তা পার হতে পারছিল না। ভদ্রলোক নিজের দামি গাড়িটা রাস্তার একপাশে দাঁড় করালেন। গাড়ি থেকে নেমে হাত দেখিয়ে অন্য গাড়িগুলোকে থেমে যেতে অনুরোধ করলেন। এরপর অন্ধ লোকটাকে হাত ধরে রাস্তা পার করিয়ে দিলেন।

জারার রিকশাটা তখন একটা গলির মাথায় জ্যামে দাঁড়িয়ে ছিল। জ্যামে বসে থাকা অন্য যাত্রীরাও চমৎকার এ দৃশ্য দেখে ভদ্রলোকের খুব প্রশংসা করছিল।

পাঞ্জাবিওয়ালা ভদ্রলোক বললেন, 'কী হয়েছে? প্রবলেম কী?'

রিকশাওয়ালা বলল, 'ভাড়া দেয় না। কয় কি, হের কাছে বলে ভাড়া নাই। কন দেহি, এহন আমি কী করি?'

জারা হতবাক হয়ে গেল। করুণ গলায় বলল,

'মিথ্যে বলছেন কেন চাচা! আমি কি ভাড়া নেই এ কথাটা একবারও বলেছি? শুধু বলেছি আমার কাছে ভাংতি নেই।'

ভদ্রলোক বললেন,

'চাচা, রাস্তা-ঘাটে এমনিতেও মহিলাদের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করা ঠিক না। তার ওপর, দেখছিনই তো উনি একজন পর্দানশীন মহিলা। উনি না হয়

একটা ভুল করেই ফেলেছেন। ভাংতি নিয়ে রিকশায় উঠেননি। তাই বলে এই রকম করতে হবে? যান, এখনই টাকাটা ভাংতি এনে দিন। যান!'

রিকশাওয়ালা একচুলও নড়ল না। গোঁ ধরে বসে রইল। রিকশা ছেড়ে সে কোথাও যাবে না। তার হাবভাবে বোঝা গেল, ভাংতি আনা রিকশাওয়ালাদের কম্ম না। এইটা যাত্রীদেরই কাজ। এই কাজে রিকশাওয়ালাদের বাধ্য করতে চাওয়া মহা অন্যায়।

জারা বিপদে পড়ে গেল। সে এখানে এসেছে একটা জরুরি কাজে। সময় চলে যাচ্ছে। দেরি করলে ঝামেলা হয়ে যাবে। কাজের কাজ কিচ্ছু হবে না। সব প্ল্যান ভেস্তে যাবে। কী একটা অবস্থা হলো? কপাল চাপড়াতে ইচ্ছে করছে। কপাল চাপড়ে নিজেকেই নিজে বলতে ইচ্ছে করছে,

'বাসা থেকে বের হওয়ার সময় ভাংতি নিয়ে বের হওয়া গেল না? এখন বোঝো মজা!'

ভিড় এরই মধ্যে কমতে শুরু করেছে। জমজমাট দৃশ্যের যবনিকাপাত ঘটতে দেখে সম্মানিত দর্শকসমাজ বোধ করি হতাশ। পাঞ্জাবিওয়ালা ভদ্রলোক বললেন,

'ভাড়াটা আমি দিয়ে দিচ্ছি। কত?'

রিকশাওয়ালা বলল, 'বিশ টাকা।'

জারা আঁতকে উঠল, 'সে কী! আপনি কেন ভাড়া দিতে যাবেন? আমিই বরং চেষ্টা করে দেখি। কোথাও না কোথাও ভাংতি পেয়ে যাব হয়তো।'

ভদ্রলোক কোনো কথা শুনলেন না। পকেট থেকে মানিব্যাগ বের করে বিশ টাকার একটা চকচকে নোট রিকশাওয়ালার দিকে বাড়িয়ে দিয়ে যেভাবে এসেছিলেন সেভাবেই গাড়ি হাঁকিয়ে চলে গেলেন।

জারা আর দেরি করল না। দ্রুতপায়ে গলির ভেতরে ঢুকে গেল। এখানে একটা কফিশপ আছে। গলির একটু ভেতরে গিয়ে দোতলায়। কোলাহলমুক্ত এবং নিরিবিলি। নিরিবিলি পরিবেশের চিন্তা মাথায় রেখেই হয়তো মেইনরোডে না হয়ে গলির ভেতর কফিশপটি তৈরি করা হয়েছে।

জারার জরুরি কাজটা এই কফিশপেই। এখানে এর আগেও একবার আসা হয়েছিল। সিনথিয়ার সঙ্গে। সিনথিয়া জারার ছোটবোন। অস্থিরচিত্ত স্বভাবের। জারার ঠিক উল্টো। দেখলে মনে হবে দু'জন দুই মেরু থেকে এসে এক পরিবারে বাস করছে।

জারা তড়িঘড়ি করে সিঁড়ি বেয়ে দোতলায় উঠে গেল। ভেতরে ঢুকেই একেবারে পেছনের দিকের একটা টেবিল বেছে নিল। কাঁধের ব্যাগটা টেবিলের উপর রেখে অদূরে থাকা টিভিপর্দার দিকে তাকাল। তাকিয়েই স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল। অনুষ্ঠানটি এখনো শুরু হয়নি। টিভিতে এখন এ্যাড চলছে। ঠিক সময়েই আসা হয়েছে। এটা সম্ভব হয়েছে জারার রিকশাভাড়া দিয়ে দেওয়া ভদ্রলোকটির জন্যই। নয়তো টাকা ভাংতি করার জন্য কতক্ষণ দেরি করতে হতো কে জানে!

জারার এই প্রথম মনে হলো, একটা ভুল হয়ে গেছে। ভদ্রলোককে ভদ্রতা করে হলেও একটা ধন্যবাদ দেওয়া দরকার ছিল। অথবা, তাকেই বলা দরকার ছিল,

'আপনার কাছে কি ভাংতি হবে? তাহলে বিশটাকা রেখে আমাকে বাকি চারশত আশি টাকা ফেরত দিন।'

তাড়াহুড়োয় কিছুই মনে ছিল না। তা ছাড়া, লোকটাই বা সে সুযোগ দিল কোথায়। গাড়ি হাঁকিয়ে চলে গেল।

জারা মনে মনে বলল, 'হে আল্লাহ, আপনি লোকটাকে উত্তম প্রতিদান দিন।'

৪

কাবেরি গ্রিনরুমে ঢুকল। এইসময়ের জনপ্রিয় অভিনেত্রী কাবেরি। টেলিভিশনে একটু পরেই তার একটা লাইভ অনুষ্ঠান আছে। অনুষ্ঠানের সময় হয়ে এসেছে। মেকআপটা শেষ করে নিতে হবে। মেকআপম্যান সানি ছেলেটাকে আশেপাশে কোথাও পাওয়া যাচ্ছে না। সানি কাবেরির ব্যক্তিগত মেকআপম্যান। কালতু ছেলে। কাজের সময় ধারেকাছে পাওয়া যায় না।

কাবেরির ফোন বাজছে। সে টেবিলের উপর রাখা মোবাইলের স্ক্রিনের দিকে উঁকি দিয়ে দেখল। অপরিচিত নাম্বার। কে ফোন করতে পারে এইসময়ে?

অপরিচিত নাম্বার দেখলেই ক্যারিয়ারের প্রথমদিকের সময়গুলোর কথা মনে পড়ে কাবেরির। কী কষ্টকর সময়ই না ছিল সেটা। তার প্রথম ছবিটি রিলিজ হয়েছে মাত্র। ছবি ততটা হিট হলো না। অভিনয় ভালো হয়নি বলে দর্শকরা মুখ ফিরিয়ে নিল। কাবেরির প্রচণ্ড মন খারাপ হয়ে গেল।

নামকরা এক পরিচালক 'শিক্ষাগুরুর' মতো মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়ে বললেন, 'মন খারাপ করার কিছু নেই। কোনো টেনশন করবে না। তোমার তো ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল! এক ছবি হিট হয়নি তো কী হয়েছে? আমাদের কথামতো কাজ করো, পরেরটা ঠিকই হিট হবে। তোমাকে আর পেছন ফিরে তাকাতে হবে না। দেখবে, পরের ছবিতেই তুমি জনপ্রিয় হয়ে যাবে!'

জনপ্রিয়তা পেতে নায়িকাদের কী না করতে হয়! কাবেরিকেও করতে হয়েছে। কত লোকের যে হাতে পায়ে ধরতে হয়েছে! কত মানুষকেই না 'ম্যানেজ' করতে হয়েছে। সিনেমার লাইন হলো স্যুয়ারেজের লাইনের মতো। এই লাইনে চাইলেও নিজেকে শতভাগ বিশুদ্ধ রাখা যায় না।

প্রথম ছবি মুক্তির পর বিভিন্ন স্টেজ শোতে ঘনঘন অংশ নিত কাবেরি। দর্শকদের কাছাকাছি যাওয়ার একটা প্রচেষ্টা আর কী! শো শেষে স্কুল-কলেজের উঠতি বয়সি ছেলেমেয়েরা হেঁকে ধরে বলত,

'আপু, আপনার ফোন নাম্বারটা দেওয়া যাবে, প্লিজ!'

কাবেরি নতুন নায়িকা। তার চাই দর্শকপ্রিয়তা। ফোন নাম্বার দিয়ে যদি দর্শকপ্রিয়তা আদায় করা যায়, ক্ষতি কী? কাবেরি কাউকেই নিরাশ করত না। অটোগ্রাফের সঙ্গে সঙ্গে নিজের ফোন নাম্বারটাও দিয়ে দিত অবলীলায়!

কাবেরিকে আর পেছন ফিরে তাকাতে হয়নি। দ্বিতীয় ছবিটিই 'সুপারহিট'! এরপর থেকে হু হু করে জনপ্রিয়তা বেড়েছে। কিন্তু, সেই যে জনে জনে নাম্বার দিয়ে আসা? সেটাই কাল হয়ে দাঁড়িয়েছে! ইদানীং কিছুদিন পর পরই বিভিন্ন অপরিচিত নাম্বার থেকে ফোন আসছে।

এই যেমন এখনও। ফোন বেজেই চলছে। কাবেরি ইচ্ছে করেই রিসিভ করল না। ফোন রিসিভ করার সময় নেই। টিভির দর্শকরা অপেক্ষা করে আছে। অনুষ্ঠানের উপস্থাপক মেকআপ শেষ করার তাগাদা দিচ্ছে। গ্রিনরুমের বাইরে পরিচালকরা শিডিউল পেতে অপেক্ষা করছে। বিত্তবান এক প্রযোজক কয়েকদিন ধরে টাকা-পয়সা নিয়ে কাবেরির পেছনে ঘুরঘুর করছেন। বিগবাজেটের ছবি বানাতে চান। তিনি বুঝে গেছেন, ছবি হিট করাতে হলে কাবেরির বিকল্প নাই। কাবেরি আছে তো ছবি সুপারহিট। কাবেরি নাই, ছবি হবে তবে লাভের মুখ দেখতে হবে না। সেই প্রযোজক বিরক্তমুখে বাইরে বসে আছেন।

মেকআপম্যান সানি এলো দশমিনিট লেট করে। এসেই কুচকুচে কালো মুখচ্ছবি এবং বাদামিরঙের দন্তরাজি বিকশিত করে হেসে হেসে বলল,

'দুঃখিত ম্যাডাম! দেরি হয়ে গেল। জানেন, কী হয়েছে?'

কী হয়েছে—সেটা জানতে চাওয়া আরেক বিপদ! ধুরন্ধর এই ছেলে ইনিয়ে-বিনিয়ে হাজারটা মিথ্যা যুক্তি দাঁড় করাবে। এতে সময় আরও নষ্ট হবে।